সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উত্তম চরিত্র

(BANGLA BAYAAN)

গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর উত্তম চরিত্র

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا رَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ
نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন বৃহস্পতিবার আসে, **আল্লাহ্ তাআলা** ফিরিশতাদের প্রেরণ করেন, তাদের নিকট রূপার কাগজ এবং স্বর্ণের কলম থাকে, তারা লিখে যে, বৃহস্পতিবার এবং জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) আমার উপর কে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে।" (কানযুল উম্মাল, ১/২৫০, হাদীস নং- ২১৭৪)

ইয়া নবী! তুঝ পে লাখো দরূদ ও সালাম, ইস পে হে নায মুঝকো হোঁ তেরা গোলাম।
আপনি রহমত সে তু শাহে খাইরুল আনাম, মুঝ সে আ'চি কা ভি নায বরদার হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِیَّۃُ الۡمُؤۡمِنِ خَیۡرٌ مِّنۡ عَمَلِہٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দুটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَی اللہ! ,اُذْکُرُوا اللہ! ,صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ ইমামুল আউলিয়া, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর শুভাগমণের সাথে সম্পৃক্ত মুবারক মাস আমাদের মাঝে চলমান, এরই প্রসঙ্গে اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ আজকে আমরা হুযুর গাউছে পাক رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর পবিত্র চরিত্র এবং এর থেকে অর্জিত মাদানী ফুল শ্রবণ করবো। আসুন! সর্ব প্রথম তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি। যেমনিভাবে-

হযরত সায়্যিদুনা গাউছুল আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর সৌভাগ্যময় জন্ম জিলানে প্রথম রমযান ৪৭০ হিজরী জুমা মুবারকে হয়েছিলো।

তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মদ, আর মুহিউদ্দিন, মাহবুবে সোবহানী, গাউছে আযম, গাউছে সাকালাইন (দ্বীনকে জীবিতকারী, **আল্লাহ্ সুবহানাহুর** মাহবুব, সর্ব শ্রেষ্ঠ এবং জিন ও মানুষের গাউছ) ইত্যাদি তাঁর উপাধী। তাঁর সম্মানিত আব্বাজানের নাম হযরত সায়্যিদুনা আবু সালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এবং সম্মানীতা আম্মাজনের নাম উম্মুল খাইর ফাতেমা رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا, তিনি পিতার দিক দিয়ে হাসানী এবং মায়ের দিক দিয়ে হুসাইনী সৈয়দ ছিলেন।

তু হাসানি হুসাইনী কিউ না মুহিউদ্দিন হো,
এ্যয় খিযার মাজমায়ে বাহরাইন হে চশমা তেরা। (হাদায়িকে বখশীশ, ১৯ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: ইয়া গাউছুল আযম! আপনার স্বত্তা কেনই বা "মুহিউদ্দিন" (দ্বীনকে জীবিতকারী) হবে না, কেননা আপনি তো হযরত হাসানাইন করীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا এর বংশেরই এবং আপনার (رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ) মুবারক স্বত্তা তো হাসানি হুসাইনী নদী থেকে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা।

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ১১ই রবিউল আখির ৫৬১ হিজরীতে মাগরীবের নামাযের পর বাগদাদ শরীফে ওফাত গ্রহণ করেন, ওফাতের সময় তাঁর বয়স শরীফ ছিল প্রায় ৯১ বছর, জানাযার নামায তাঁরই শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা সাইফুদ্দিন আব্দুল ওয়াহাব কাদেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ পড়ান এবং অসংখ্য মানুষ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর নুরানী মাযার শরীফ ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর বাগদাদ শরীফে অবস্থিত, সেখানে রাত দিন যিয়ারতকারীদের ভিড় লেগে থাকে। (আয যিইল আলা তবকাতিল হানাবালা, ৩/২৫১)

শেহরে বাগদাদ মুঝ কো হে পেয়ারা, খুব দিলকশ ওহাঁ কা নাযারা।
মেরা মুর্শিদ জু জলওয়া আ'রা হে, ওয়াহ কিয়া বাত গাউছে আযম কি।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

খাবার ছেড়ে নামায আদায় করলেন

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ সুলামী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন; হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহিউদ্দিন সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী, কুত্বে রব্বানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আমাকে নিজের একটি ঘটনা এভাবে শুনিয়েছেন যে, যখন আমি শহরের একটি মহল্লা "কুতবিয়া শরকি"তে ছিলাম তখন আমার কয়েকটি দিন এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছিলো যে, না তো আমার নিকট খাবারের কোন বস্তু ছিলো এবং না তো কোন কিছু কেনার সামর্থ্য ছিলো, এমন অবস্থায় এক ব্যক্তি হঠাৎ আমার হাতে কাগজে বাঁধা একটি পুটলী দিয়ে চলে গেলো এবং

www.dawateislami.net

আমি এর ভেতর বাঁধা টাকা থেকে হালুয়া পরাটা কিনে মসজিদে পৌঁছে গেলাম আর কিবলামুখি হয়ে এই ভাবনায় ডুবে গেলাম যে, এগুলো খাবো কি খাবো না। এমন সময় মসজিদের দেওয়ালে ঝুলানো কাগজে আমার দৃষ্টি পড়লো, তখন আমি উঠে তা পড়লাম, তাতে লেখা ছিলো **"আমি দূর্বল মুমিনের জন্য রিযিকের কামনা সৃষ্ট করেছি যেন সে ইবাদত করার জন্য এর মাধ্যমে শক্তি অর্জন করতে পারে"**। তিনি বলেন: সেই লেখা দেখে আমি আমার রুমাল উঠালাম এবং খাবারগুলো সেখানেই রেখে দু'রাকাত নামায আদায় করে মসজিদ থেকে বের হয়ে এলাম।

(কালাইদিল জাওয়াহের, ১০ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন আপনারা তো! আমাদের গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ততক্ষণ পর্যন্ত খাবার খেলেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থার সৃষ্টি হলো না যে, আহার করা ছাড়া দূর্বল হয়ে যাবে এবং ইবাদত করার শক্তি আর থাকবে না। যদি আমরা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ভাবি তবে আজ আমাদের অবস্থা এর বিপরীত, আমরা শুধুমাত্র নফসের স্বাদ লাভের জন্য খাবার খেয়ে থাকি এবং সময়ে অসময়ে সর্বদা পেটে খাদ্য ভরতেই থাকি, যেন আমরা খাওয়া দাওয়াকেই জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছি, হতে পারে অনেকবার এমনও হয়েছে যে, খাবারের স্বাদে মগ্ন হয়ে খাবার এতই খেয়ে নিয়েছি, যার কারণে ইবাদতের জন্য উঠাও কষ্ট সাধ্য মনে হচ্ছিলো, অলসতা ঘিরে আসছিলো, আহ! গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সদকায় আমাদের **"পেটের কুফ্‌লে মদীনা"** নসীব হয়ে যাক।

আয়েশা সিদ্দিকা রোতি থি নবী কি ভূখ পর, হায়! ভরতে হে গিযায়ে হাম শেকম মে ঠুঁস কর।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া মুয়ায রাযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: যে পেট ভরে খাওয়ায় অভ্যস্থ হয়ে যায়, তার শরীরে মাংস বেড়ে যায় এবং যার শরীরে মাংস বেড়ে যায়, সে যৌনপুজারী হয়ে যায় এবং যে যৌনপুজারী হয়ে যায় তার গুনাহ বেড়ে যায় আর যার গুনাহ বেড়ে যায় তার অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং যার অন্তর কঠিন হয়ে যায় সে দুনিয়ার আপদে এবং চাকচিক্যে নিমজ্জিত হয়ে যায়।

(আল মুনাব্বিহাত লিল আসকালানী, বাবুল খামাসি, ৫৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আহ! আমাদেরও ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যেতো এবং আমরা শুধুমাত্র এতটুকুই খাব, যার দ্বারা **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদতের শক্তি অর্জিত হতে পারে এবং খাওয়ার সময় নিয়্যতও এরূপ হবে যে, ইবাদতের শক্তি অর্জনের জন্য খাবার খাচ্ছি। ক্ষুধা থেকে কম খাওয়াকে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে **"পেটের কুফ্লে মদীনা"** বলা হয়। পেটের কুফ্লে মদীনা লাগানোতে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ ইহকালিন ও পরকালিন অসংখ্য মঙ্গল অর্জিত হবে।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه গাউছে আযমের গোলামদের আখিরাতের ভাবনার মাদানী চিন্তাধারা দিতে গিয়ে বলেন:

যবান কা আখঁ কা অউর পেট কা কুফ্লে মদীনা তুম,
লাগা লো ওয়ারনা মাহশার মে পাশেমানী বড়ী হোগী।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাটি থেকে খুঁজে খুঁজে টুকরো খাওয়া

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি শহরে খাওয়ার আশায় পতিত টুকরো বা জঙ্গলের কোন ঘাস বা পাতা নিতে যেতাম এবং যখন দেখতাম যে, অন্য ফকিররাও এর সন্ধানে রয়েছে তখন নিজের ইসলামী ভাইদের ইছার (নিজের প্রিয় বস্তু অন্যকে দিয়ে দেয়া) করতে গিয়ে আর নিতাম না বরং এভাবেই রেখে দিতাম যেন তারা উঠিয়ে নিয়ে যায় আর নিজে ক্ষুধার্ত থাকতাম। যখন ক্ষুধার কারণে দূর্বলতার সীমাতিক্রম করলো এবং মৃত্যু নিকটবর্তী হয়ে গেলাম তখন আমি ফুলের বাজার থেকে একটি খাবারের বস্তু যা মাটিতে পড়ে ছিলো তা উঠালাম এবং এক কোণে গিয়ে খাওয়ার জন্য বসলাম, এমন সময় এক অনারবী যুবক আসলো, তার নিকট তাজা রুটি এবং ভুনা মাংস ছিলো, সে বসে খেতে লাগলো, তাকে দেখে আমার খাবার ইচ্ছা আরো প্রবল হয়ে গেলো, যখন সে নিজে খাওয়ার জন্য গ্রাস উঠাতো তখন প্রচন্ড ক্ষুধার কারণে নিজের অজান্তে মন চাইতো যে, আমি মুখ খুলে দিই যেন সে আমার মুখেও একটি গ্রাস দিয়ে দেয়। অবশেষে আমি আমার আমার নফসকে শাষণ করলাম যে, অধৈর্য হয়ো না,

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা আমার সাথে আছেন, যদি মৃত্যুও এসে যায় তবুও আমি সেই যুবকের নিকট চেয়ে কখনো খাবার খাবো না।" হঠাৎ সেই যুবক আমার দিকে মনযোগ দিলো এবং বলতে লাগলো: ভাই! আসুন! আপনিও আমার সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করুন! আমি না করলাম, সে বারবার বলতে লাগলো, আমার নফস আমাকে খেতে খুবই উৎসাহিত করলো, কিন্তু আমি তারপরও না করতে লাগলাম, তবে সেই যুবকের বারবার অনুরোধে সামান্য পরিমান খেলাম, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কোথাকার অধিবাসি? আমি বললাম: জিলানের অধিবাসি। সে বললো: আমি জিলানের। আচ্ছা এটা বলুন তো, আপনি প্রসিদ্ধ যাহিদ হযরত সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ্ সাওমায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নাতি আব্দুল কাদেরকে ছিনেন? আমি বললাম: সে তো আমিই। একথা শুনে সে ছটফট করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো যে, আমি বাগদাদে আসার সময় আপনার আম্মাজান আপনাকে দেয়া জন্য আমাকে ৮টি সোনার আশরাফি দিয়েছেন, আমি বাগদাদ এসে আপনাকে খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু কেউ আপনার খোঁজ দিতে পারলো না, ঐদিকে আমার নিজের সব টাকা খরচ হয়ে গেছে, তিনদিন ধরে আমি কিছুই খাইনি, আমি যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গেলাম এবং আমার প্রাণ প্রায় উষ্ঠাগত তখন আমি আপনার আমানত থেকে এই রুটি ও ভুনা মাংস কিনেছি। হুযুর আপনি আনন্দ চিত্তে এই খাবার খেতে পারেন কেননা এটি আপনারই সম্পদ, প্রথমে আপনি আমার মেহমান ছিলেন আর এখন আমি আপনার মেহমান, অবশিষ্ট আশরাফী পেশ করতে গিয়ে বললো: আমি ক্ষমার ভিখারী, আমি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার টাকা থেকেই খাবার কিনে নিয়েছিলাম। আমি খুবই খুশি হলাম। আমি অবশিষ্ট খাবার এবং আরো কিছু টাকা তাকে দিলাম, সে তা গ্রহণ করলো এবং চলে গেলো।

(আয যিয়ল আলা তাবকাতিল হানাবেলা, ৩/২৫০)

তেরে দর সে হে মাঙ্গতোঁ কা গুজারা ইয়া শাহে বাগদাদ!
ইয়ে সুন কর মে নে ভি দামন পাসারা ইয়া শাহে বাগদাদ!
শাহা! খয়রাত লেনে কো সালাতিনে যামানা নে,
তেরে দরবার মে দামান পাসারা ইয়া শাহে বাগদাদ!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৪২,৫৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আসুন! গাউছে পাকের আলোচনা অব্যাহত রেখে আশিকে গাউছে আযম, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদানকৃত **"গাউসিয়া শ্লোগান"** দ্বারা ফয়যানে গাউছে আযম এর আরো বরকত লুফে নেয়ার চেষ্টা করি।

সুলতানে বেলায়ত	গাউছে পাক	অলীয়োঁ পে হুকুমত	গাউছে পাক
শাহবাযে খেতাবত	গাউছে পাক	ফানুসে হিদায়ত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইছারের মহান ফযীলত

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: এই ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষার অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে, দেখুন তো একবার! একদিকে আমাদের পীর ও মুর্শিদ, গাউছুল আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যিনি কিনা কঠিন অভাব ও চরম দারিদ্রতা স্বত্তেও খাবার এবং টাকার ব্যাপারে অতুলনীয় নিঃস্বার্থপরতা প্রদর্শন করলেন, আর অন্যদিকে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনকারী অপদার্থ মুরীদ, যে কিনা ক্ষুধার্ত থাকা তো অনেক দূর, অনেক সময় গেয়ারভী শরীফের নিয়াযের বিরিয়ানীও যদি সামনে আসে তবে লোভের এমন আধিক্য সৃষ্টি হয় যে, মন চায় যে ব্যস পুরো থালই আমি খেয়ে নিই, মাংসের টুকরো তো নয়ই, ভাতের একটি দানাও যেন হাত ছাড়া না হয়! হে আশিকানে গাউছে আযম! যদি আপনার কখনো অন্যের সাথে মিলেমিশে খাওয়ার সুযোগ হয় তবে, বড় বড় গ্রাসে না চিবিয়ে তাড়াতাড়ি গলাধকরন করা এবং ভাল টুকরোগুলো নিজের দিকে নিয়ে নেয়ার লোভ হতে থাকে, তখন নিজের পীর ও মুর্শিদ গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণনাকৃত ঘটনার পাশাপাশি **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণীটিও মনের মাঝে পূনরাবৃত্তি করে নিন:

"যে ব্যক্তি ঐ বস্তুকে যা তার নিজের প্রয়োজন, অন্যকে দিয়ে দেয়, তবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।" (ইত্তেহাফুস সা'আদাত লিয যোবাইদী, ৯/৭৭৯)

"ফয়যানে সুন্নাত" ১ম খন্ডের ৩৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত হযরত সায়্যিদুনা আবু সুলাইমান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর প্রদানকৃত মাদানী ফুলও গ্রহণ করে নিন: "নফসের কোন চাহিদাকে ত্যাগ করা অন্তরের জন্য ১২ মাসের রোযা ও রাতের ইবাদতের চেয়েও অধিক উপকারী।" (ইহইয়াউল উলূম, ৩/১১৮)

মেরে হিরস কি আ'দতে বদ মিটা দে, মেরে গাউছ কা ওয়াসেতা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ইবাদত ও রিয়াযত, বেলায়ত ও কারামতে নিজেই নিজের উদাহরণ ছিলেন, কিন্তু তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ধর্মনিষ্ঠা ও তাকওয়ায়ও অসাধারণ ছিলেন, তিনি দুনিয়াবী ধন সম্পদ এর আকাঙ্ক্ষী একেবারেই ছিলেন না, যদি কোন ধনী ব্যক্তি তাঁকে ধন সম্পদ পেশ করে তবে তিনি তা গ্রহণ করতেন না।

ধর্মনিষ্ঠতা ও তাকওয়া

শায়খ আবুল আব্বাস হিযার বিন আব্দুল্লাহ্ হুসাইনী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: একরাতে আমি বাগদাদে সায়্যিদুনা শায়খ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মাদরাসায় ছিলাম, একজন খলিফা তাঁর খেদমতে আসলো এবং সালাম করার পর আরয করলো: আমাকে কিছু নসীহত করুন এবং সম্পদের দশটি (১০) থলে পেশ করলো, যা খাদেম কাঁধে নিয়ে ছিলো, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: আমার এই থলেগুলোর প্রয়োজন নেই, কিন্তু খলিফা তা ফিরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানালো এবং গ্রহণ করার জন্য বারবার অনুরোধ করলো, অতঃপর তিনি একটি থলে ডান হাতে এবং আরেকটি থলে বাম হাতে নিল আর দু'টি ধরে চাপ (নিংড়ালেন) দিলো, তখন তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো, অতঃপর তিনি সেই খলিফাকে বললেন: তুমি **আল্লাহ্ তাআলা**কে লজ্জা করো না যে, মানুষের রক্ত নিয়ে আমার কাছে এসেছো? একথা শুনে সে বেহুশ হয়ে গেলো।

(বাহজাতুল আসরার, যিকরে শি মিন শারায়িফি আখলাক, ১২০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মুহতাজ কি সারওয়াত	গাউছে পাক	ওহ আ'প কি হায়কত	গাউছে পাক
দো জযবায়ে খিদমত	গাউছে পাক	দুঁ নেকী কি দাওয়াত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন আপনারা তো! **আল্লাহ্ তাআলার** নেক বান্দারা দুনিয়াবী ধন সম্পদের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকেন, তাইতো হুযুর গাউছে পাক, শাহানশাহে বাগদাদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সেই খলিফার সম্পদকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং তার পদের প্রতি খেয়াল না করেই তাকে সংশোধনের মাদানী ফুলও প্রদান করলেন। সম্পদশালীদের তোষামোদ তারাই করে, যারা তার থেকে দুনিয়ার নিকৃষ্ট সম্পদ পাওয়ার বাসনা রাখে। আর **আল্লাহ্ তাআলার** নেক বান্দারা অল্পতুষ্টির মাদানী সম্পদে সম্পদশালী হয়ে থাকেন, তাদের দৃষ্টি সম্পদশালীদের তুচ্ছ সম্পদের দিকে নয়, বরং **রব্বে যুল-জালালের** রহমতের দিকে হয়ে থাকে। আর যদি আমরা আমাদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিই, তবে আমাদের অধিকাংশই দুনিয়ার মাতাল এবং আখিরাতের প্রতি উদাসীন দেখা যাবে। বরঞ্চ আমাদের সকল শক্তিই দুনিয়াবী জীবনকে উত্তম বানানোর চিন্তায় ব্যয় হয়ে থাকে, আমরা নশ্বর দুনিয়ার আস্বাদনে এতই ডুবে আছি যে, হঠাৎ মৃত্যুর কারণে কবরের অন্ধকারে একাকিত্বে থাকা, মুনকার নাকিরের প্রশ্নের উত্তর দেয়া থেকে একেবারে উদাসিন হয়ে গেছি। আসুন! দুনিয়ার ভালবাসা নিজের অন্তর থেকে বের করতে, দুনিয়ার প্রতি নিন্দার উপর তিনটি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শ্রবণ করি:

১. اَلدُّنۡیَا مَلۡعُوۡنَۃٌ، مَلۡعُوۡنٌ مَافِیۡھَا اِلَّامَاکَانَ لِلّٰہِ مِنۡھَا অর্থাৎ দুনিয়া এবং যা কিছু এতে আছে তা অভিশপ্ত, কিন্তু এর যা **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য (তা ব্যতীত)।

(মারাসিল আবি দাউদ, বাব ফি সবিদ দুনিয়া, ২০ পৃষ্ঠা)

২. حُبُّ الدُّنۡیَا رَأۡسُ کُلِّ خَطِیۡئَۃٍ অর্থাৎ দুনিয়ার ভালবাসা সকল গুনাহের মূল।

(মওসুআতু লিইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাব যম্মুদ দুনিয়া, আল যুযুল আউয়াল, হাদীস নং- ৯, ৫/২২)

৩. یَا عَجَبًا کُلُّ الۡعَجَبِ لِلۡمُصَدِّقِ بِدَارِ الۡخُلُوۡدِ وَھُوَ یَسۡعٰی لِدَارِ الۡغُرُوۡرِ অর্থাৎ সেই ব্যক্তির প্রতি অবাক লাগে, যে স্থায়ী ঘর (অর্থাৎ আখিরাত) এর সত্যায়ন করে, অথচ সে প্রতারণার ঘরকে (অর্থাৎ দুনিয়া) পাওয়ার চেষ্টায় থাকে।

(মুসান্নিফ আবি শেয়বা, কিতাবুয যুহুদ, বাব মা যিকরি আন নবিয়িনা ফিয যুহুদ, ৮/১৩৩, হাদীস নং- ৬১)

www.dawateislami.net

দুনিয়ার ভালবাসাকে পিছু ছাড়ানোর জন্য এভাবে চিন্তা ভাবনা করুন যে, এই দুনিয়ায় কেমন কেমন ধনী লোক এসেছে, যারা সম্পদ ও শাষন, সম্মান ও গৌরব, সন্তান সন্ততির অস্থায়ী সম্পর্ক, বন্ধুর অস্থায়ী বন্ধুত্ব এবং খাদেমের তোষামোদ মূলক খেদমতের ঘোরে কবরের একাকিত্বকে ভূলে বসেছিলো। কিন্তু আহ! একটি ধ্বংসের মেঘ আসলো, মৃত্যুর ঝড় বয়ে গেলো এবং দুনিয়ায় স্থায়ীভাবে থাকার তাদের সেই আশা মাটিতে মিশে গেলো, তাদের আনন্দ এবং সুখের হাসি খুশির ঘরকে মৃত্যু এসে বিরান বানিয়ে দিলো। প্রদিপের আলোয় আলোকিত অট্টালিকা ও বাংলো থেকে উঠিয়ে তাদের ঘন অন্ধকার কবরে স্থানান্তরিত করে দিলো। আহ! সেই ব্যক্তি কাল পর্যন্ত পরিবার পরিজনের মাঝে সুখী ও আনন্দিত ছিলো এবং আজ কবরের ভয়ঙ্কর আর একাকিত্বে বিষন্ন ও দুঃখিত। এরূপ মানসিকতা সৃষ্টি করাতেও দুনিয়ার ভালবাসা অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে এবং তাওয়াক্কুল ও অল্পতুষ্টির দৌলত নসীব হবে। اِنْ شَآءَاللّٰہعَزَّوَجَلَّ

আজল নে না কিসরা হি ছোড়া না দারা হার এক লেকে কিয়া কিয়া না হাসরাত সিধারা।
ইসি সে সিকান্দর সা ফাতিহ ভি হারা পড়া রেহ গিয়া সব ইয়ুঁহি ঠাঁঠ সারা।
জাগা জি লাগা নে কি দুনিয়া নেহী হে ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হযরত ইবনে নাজ্জার বাগদাদী رَحْمَۃُاللّٰہِتَعَالٰی عَلَیْہِ এর বর্ণনা হচ্ছে: হযরত শায়খ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: যখন আমার ঘরে কোন সন্তান জন্ম নিতো, আমি তাকে আমার হাতে নিয়ে বলতাম যে, এটা **আল্লাহ্ তাআলার** (মর্জি) ইচ্ছা। আর যখন কোন সন্তান মারা যেত তবে আমার উপর তেমন কোন প্রভাব পড়তো না, কেননা জন্মের পর থেকে আমি তার ভালবাসাকে অন্তর থেকে বের করে দিতাম, তাঁর ছেলে মেয়েরা ওয়াজের মজলিশের রাতে ইন্তিকাল করতো, অথচ তিনি মজলিসকে মুলতবি করতেন না, গোসল প্রদানকারী মৃতকে গোসল দিত, যখন গোসল দেয়া হয়ে যেতো তখন মৃতকে মজলিশে আনা হত এবং তিনি চেয়ার থেকে নেমে জানাযার নামায পড়াতেন। (সীরাতে গাউছে সাকালাইন, ৮৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ কি রহমত	গাউছে পাক	হে বাইছে বরকত	গাউছে পাক
হে সাহিবে ইজ্জত	গাউছে পাক	দরিয়ায়ে কারামত	গাউছে পাক

♣মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন আপনারা তো! আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট কিরূপ ধৈর্য ও সহনশীল বান্দা ছিলেন যে, যদি তাঁর সন্তানদের মধ্যে কারো ইন্তিকাল হয়ে যেতো তবে অভিযোগ আপত্তিমূলক বাক্য মুখে কখনো আনতেন না বরং ধৈর্য ধারণ করতেন।

এর বিপরীত অনেক লোক এমন অধৈর্য্য হয় যে, যখনই তাদের উপর সামান্য বিপদ বা পেরেশানির মুহুর্ত আসে তবে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে গিয়ে অভিযোগ অনুযোগ করা এবং মানুষের সামনে নিজের পেরেশানি প্রকাশ করতে দেখা যায় এমনকি مَعَاذَ الله ثُمَّ مَعَاذَ الله **আল্লাহ্ তাআলা**র পবিত্র সত্তার প্রতিও আপত্তিকর মন্তব্যও করে বসে, আর **আল্লাহ্ তাআলা**র পবিত্র সত্তার উপর আপত্তি করা কুফরী। সুতরাং যখন কোন মুসিবত আসে, যেমন কোন যুবক সন্তানের মৃত্যু এসে যায়, শিশু বয়সেই ছেলে বা মেয়ে ইন্তিকাল করে, ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখিন হয়, চাকরী চলে যায়, মালপত্র চুরি বা হারিয়ে যায়, কোথাও হঠাৎ আগুন লেগে কেউ পুড়ে যায়, কেউ কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়, কারো হার্টএর্টাক এসে যায় তবে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্য ধারণ করা উচিৎ, কেননা ধৈর্য ধারণকারীদের **আল্লাহ্ তাআলা** পছন্দ করেন, তাইতো কোরআনে করীমে ধৈর্য ধারণকারীদের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, পারা ১৪ সূরা নাহল এর ৯৬ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْۤا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۹۶﴾

(পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত ৯৬)

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> এবং নিশ্চয় আমি ধৈর্যধারণকারীদেরকে তাদের ওই পুরস্কার দেবো, যা তাদের সর্বাধিক উত্তম কাজের উপযোগী হবে।

এমনিভাবে পারা ২৩ সুরা যুমুর এর ১০ নম্বর আয়াতে ইরশাদে বারী তাআলা হচ্ছে:

www.dawateislami.net

إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۰﴾

(পারা ২৩, সূরা যুমুর, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের অপরিমিত প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** বান্দাদের উপর মুসিবত অবতীর্ণ করে পরীক্ষা করেন যে, আমার বান্দারা কি শুধুই আনন্দের সময় আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে নাকি মুসিবতের সময়ও ধৈর্যধারণ করে আমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকাকেই পছন্দ করে? এটাও মনে রাখবেন যে, **রব্বুল আনামের** প্রত্যেকটি কাজেই হাজারো হিকমত লুকায়িত থাকে যা আমরা জানিও না।

বর্ণিত আছে; **আল্লাহ্ তাআলা** বলেন: যখন আমি কোন বান্দার উপর দয়া করার ইচ্ছা করি তবে তার গুনাহের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দিই, কখনো রোগ বালাই দিয়ে, কখনো পরিবারের উপর মুসিবত দিয়ে, কখনো স্বল্প রুজি দিয়ে, তবুও যদি কিছু রয়ে যায় তবে মৃত্যুর সময় তার সাথে কঠোরতা প্রদর্শন করি, এমনকি যখন সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে তখন গুনাহ থেকে এমন পবিত্র হয়ে যায় যেন সেই দিনের মতো, যেইদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলো এবং আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমি যে বান্দাকে আযাব দেয়ার ইচ্ছা পোষন করি তবে তাকে তার সকল নেকীর প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দিই, কখনো শারীরিক সুস্থতা দ্বারা, কখনো স্বচ্ছলতা দ্বারা, কখনো পরিবার পরিজনের হাসি খুশি দ্বারা, তারপরও যদি কিছু রয়ে যায় তবে মৃত্যুর সময় তার উপর সহজতা প্রদর্শন করা হয়, এমনকি যখন সে আমার সাথে মিলিত হয় তখন তার নেকীর মধ্যে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, যা তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারে। **(শরহুস সুদুর, বাব মিন দানা আজলুহু ওয়া কাইফিয়াতিল মউত, ২৮ পৃষ্ঠা)**

খউফ দোযখ কা আহ রহমত হো, খাকে তাইয়েবা কা ওয়াসেতা ইয়া রব!
মেরা নাযুক বদন জাহান্নাম সে, আয তুফাইলে রযা বাঁচা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বিলাসীতায় বুক ফুলিয়ো না!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, যদি কারো নিকট গাড়ি, দালান, সম্পদ, সুস্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন ধরনের নেয়ামত বিদ্যমান থাকে তবে তার কারণে গর্ব করা উচিৎ নয় বরং **আল্লাহ্ তাআলা**র গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি ভয় করা উচিৎ যে, এমন যেন না হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে দুনিয়াতেই আমার ভাল কাজের প্রতিদান দিয়ে দিচ্ছে এবং আমার গুনাহের কারণে আখিরাতে আমার জন্য যন্ত্রণা দায়ক আযব তৈরী আছে। এইভাবে রোগবালাই, দারিদ্রতা বা জান ও মাল এবং সন্তানের উপর আসা বিপদ ও মুসিবতে এই ভেবে ধৈর্যধারণ করা উচিৎ যে, হতে পারে এই মুসিবত আখিরাতে প্রশান্তির অগ্রদূত।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে মুসিবতে অভিযোগ ও অনুযোগ করা থেকে বাচিঁয়ে তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্য্যের মহান নেয়ামত দান করুক।

اٰمِیۡن بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِیۡن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মুশকিলোঁ মে দেয় সবর কি তৌফিক, আপনে গম মে ফকাত গুলা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ যেমন নিজে মুসিবতে ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকতেন। তেমনিভাবে দরিদ্র ও অভাবী লোকদের সাহায্য করার উৎসাহও তাঁর পবিত্র চরিত্রের অংশ ছিলো। তাঁর অবস্থা এমন ছিলো যে, কখনো কোন ভিক্ষুককে তিনি বঞ্চিত করেননি, যদিও নিজের কাপড় দিতে হলেও। তিনি বলতেন: আমি আমার সকল আমলসমুহকে পরীক্ষা করেছি, এতে খাবার খাওয়ানো থেকে উত্তম কোন আমল পাইনি। আহ! যদি আমার ক্ষমতায় হতো তবে ক্ষুধার্তদের খাবার খাওয়াতাম। (কালাইদিল জাওয়াহের, ৩৭ পৃষ্ঠা) এমনিভাবে শায়খ আব্দুল্লাহ্ জাবায়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন যে, একবার হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আমাকে বলেছেন: আমার নিকট ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো এবং মানুষের সাথে সদাচরণ করা পরিপূর্ণ এবং সবচেয়ে বেশি ফযীলতপূর্ণ আমল।

www.dawateislami.net

অতঃপর বলেন: আমার হাতে টাকা থাকতো না, যদি সকালে এক হাজার দিনার আসে তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত এর থেকে এক পয়সাও থাকতো না, কেননা গরীব এবং অভাবীদেরকে আমি বন্টন করে দিতাম আর ক্ষুধার্তদের খাবার খাওয়াতাম।

(কালাইদিল জাওয়াহের, ৮ পৃষ্ঠা)

তেরে দর সে হে মাঙ্গতোঁ কা গুযারা ইয়া শাহে বাগদাদ!
ইয়ে সুন কর মে নে ভি দামন পাসারা ইয়া শাহে বাগদাদ!
মেরে কিসমত কা চমকা দো সিতারা ইয়া শাহে বাগদাদ!
দেখা দো আপনা চেহারা পেয়ারা পেয়ারা ইয়া শাহে বাগদাদ!
গমে শাহে মদীনা মুঝ কো তুম এ্যয়সা আতা কর দো,
জিগর টুকড়ে হো দিল ভি পারা পারা ইয়া শাহে বাগদাদ!
মুঝে আচ্ছা বানা দো মুর্শিদী বে শক একিনান হে,
মেরে হালত তুম পর আ'শকারা ইয়া শাহে বাগদাদ!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৪২,৫৪৩ পৃষ্ঠা)

আসুন! হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর দানশীলতা এবং দরিদ্রদের সাহায্য করা সম্পর্কীত একটি খুবই সুন্দর ঘটনা শুনুন।

এগুলো সব এই রাতেরই বরকত

হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُاللهِتَعَالٰیعَلَيْهِ এর সাহেবজাদা হযরত শায়খ সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর বর্ণনা হলো: আমার পিতার বুযুর্গী প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো তখন তিনি رَحْمَةُاللهِتَعَالٰیعَلَيْهِ শুধুমাত্র একবারই হজ্ব করেছেন, এই হজ্বের সফরে আসা যাওয়াতে আমি তাঁর বাহনের লাগাম ধরেছিলাম, যখন আমরা বাগদাদের দক্ষিনের একটি শহরে পৌঁছলাম তখন তিনি বললেন যে, এখানকার সবচেয়ে দরিদ্র ঘরের সন্ধান করো, এই কারণে আমি এক মরুপ্রান্তর দেখলাম, যাতে উলের একটি তাবু ছিল, তাতে এক বৃদ্ধ, এক বৃদ্ধা এবং এক মেয়ে ছিল। তিনি رَحْمَةُاللهِتَعَالٰیعَلَيْهِ সেই বৃদ্ধ থেকে অনুমতি নিল এবং সঙ্গী সাথী সহ এই মরুপ্রান্তরে অবতরণ করলেন, সেই শহরের মাশায়িখ এবং ধনী লোকেরা তাঁর খেদমতে আসলো এবং দরখাস্ত করলো যে, আপনি আমাদের গরীবখানায় অথবা অন্য কোন ভাল স্থানে তাশরীফ নিয়ে চলুন, কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করলেন না। শহরের শাসক তাঁর জন্য অনেক গরু, ছাগল,

খাবার, সোনা, রূপা এবং অনেক মালপত্র পাঠালেন আর সফরের জন্য বাহনও প্রেরণ করলেন এবং লোকেরা চারিদিক থেকে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তিনি তাঁর সাথীদের বললেন যে, এই সকল মালপত্র থেকে আমি আমার অংশ এই ঘরের লোকদের উপহার স্বরূপ দিলাম। একথা শুনে তারাও বললো যে, আমরাও আমাদের নিজ নিজ অংশ দিলাম, এভাবে ঐ সব সম্পদ সেই বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং মেয়েটিকে দিয়ে দিলেন, রাতটি তিনি সেখানে অবস্থান করলেন এবং সকালে রওয়ানা হলেন। (তাঁর সাহেবজাদা বলেন) কয়েক বছর পর সেই শহর দিয়ে আমার গমন হলো, দেখলাম যে, সেই বৃদ্ধ সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী।

(বাহজাতুল আসরার, যিকর শাইয়ি মিন শরাইফি আখলাখ, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

মিল গেয়া মুঝকো গাউছ কা দামন, ফযলে রব্বে করীম সে রওশন,
মেরী তাকদীর কা সিতারা হে, ওয়াহ কিয়া বা'ত হে গাউছে আযম কি।
গাউছ রন্‌জ ও আলম মিটাতে হে, উস কো সীনে সে ভি লাগাতে হে,
আ'গেয়া জু ভি গম কা মারা হে ওয়াহ কিয়া বা'ত হে গাউছে আযম কি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৭৭,৫৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ভবিষ্যতে কাউকে নিষেধ করবে না

একবার হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এক ব্যক্তিকে কিছুটা বিষন্ন ও চিন্তিত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কি হয়েছে? সে আরয করলো: হুযুরে ওয়ালা! দজলা নদী পার হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মাঝি ভাড়া ছাড়া নৌকায় বসতে দিলো না এবং আমার নিকট কিছুই নাই। এই সময় একজন ভক্ত হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর সম্মানিত খেদমতে উপস্থিত হয়ে ত্রিশ (৩০) দিনার (সোনার ত্রিশটি মুদ্রা)উপহার স্বরূপ পেশ করলেন, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ সেই ত্রিশটি দিনারই ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে বললেন: যাও! এই ত্রিশ দিনার সেই মাঝিকে দিয়ে দিবে এবং বলে দিবে ভবিষ্যতে কোন গরীবকে নদী পার করাতে যেন অস্বীকার না করে।

(আখবারুল আখইয়ার, ১৭ পৃষ্ঠা)

হামারা ভি বেড়া লাগা দো কিনারে তুমহে না খোদায়ী মিলি গাউছে আযম।
তাবাহি সে নাও হামারা বাঁচাও হুয়ায়ে মুখাল্লাফ চলি গাউছে আযম।
ফিদা তুম পে হো জায়ে নূরী মুদতার ইয়ে হে ইছ কি খোয়াহিশ দিলি গাউছে আযম।

(সামানে বখশীশ, ১০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কমজোর কি তাকত	গাউছে পাক	মজবুর কি রাহাত	গাউছে পাক
হো মেরী শাফায়াত	গাউছে পাক	দিলওয়ায়ে জান্নাত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন আপনারা তো! আমাদের গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ গরীব এবং অভাবীদের প্রতি কিরূপ খেয়াল রাখতেন, আমাদেরও তাঁর চরিত্র ও কর্মপদ্ধতির উপর আমল করে গরীব ও অভাবীদের প্রতি খেয়াল রাখা উচিৎ। যদি কোন মুসলমানকে পেরেশানী বা মুসিবতে লিপ্ত দেখি এবং তার অভাব পূরন করার ক্ষমতাও থাকে তবে অবশ্যই চেষ্টা করা উচিৎ। যে ব্যক্তি কান্নারতদের হাসায়, পেরেশানগ্রস্তদের পেরেশানী দূর করে, অভাবীদের অভাব মিটিয়ে দেয়, দুঃখিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, ক্ষুধার্তদের আহার করায় সে বড়ই সৌভাগ্যবান, কেননা হাদীসে মুবারাকায় এরূপ ব্যক্তিদের জন্য মাগফিরাত ও জান্নাতের সুসংবাদ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির বার্তা বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! এপ্রসঙ্গে তিনটি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শ্রবণ করি:

১. মাগফিরাতের কারণগুলোর মধ্যে একটি কারণ হলো ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করানো। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: ﴿اَوۡ اِطۡعٰمٌ فِیۡ یَوۡمٍ ذِیۡ مَسۡغَبَةٍ﴾ (পারা ৩০, বালাদ, ১৪) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** বা ক্ষুধার দিনে খাবার দেয়া।

(মুসতাদরিক লিল হাকিম, কিতাবুত তাফসীর, ৩/৩৭২, হাদীস নং- ৩৯৯০)

২. জান্নাতে এমন এক বালাখানা রয়েছে যে, যার বাহির ভেতর থেকে এভং ভেতর বাহির থেকে দেখা যায়, এই বালাখানা তার জন্যই, যে অভাবীদের আহার করায়। (মুসনাদে আহমদ, ৮/৪৪৯, হাদীস নং- ২২৯৬৮)

www.dawateislami.net

৩. যে তার মুসলমান ভাইকে আহার করালো, এমনকি সে পরিতৃপ্ত হলো এবং পানি পান করালো, এমনকি সে সতেজ হয়ে গেলো তবে **আল্লাহ্ তাআলা** আহার প্রদানকারীকে জাহান্নাম থেকে সাত খন্দক দূরত্ব পর্যন্ত দূরে করে দিবেন, প্রতিটি খন্দকের মাঝে ৫০০ বছরের দূরত্ব।

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকি, বাব ফিয যাকাত, ৩/২১৭, হাদীস নং- ৩৩৬৮)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের একনিষ্ঠতার সহিত মুসলমানদের মঙ্গল কামনার উৎসাহ নসীব করুক, অভাবী, পেরেশানগ্রস্থদের সাহায্য করার সৌভাগ্য নসীব করুক, শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি মূলক কাজ করার তৌফিক দান করুক এবং লৌকিকতার ধ্বংস থেকে বাচিঁয়ে রাখুক। اٰمِیۡن بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِیۡن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই সংক্ষিপ্ত জীবনে যতটুকু সম্ভব মুসলমানের বিপদে সহযোগিতা করুন এবং অভাবীদের অভাব পূরণ করুন, নেককাজে জীবন অতিবাহিত করুন এবং গুনাহ থেকে পরিত্রাণ লাভ করুন। এই নশ্বর দুনিয়ার অস্থায়ী উজ্জলতা, আনন্দ এবং সৌন্দর্য্যে হারিয়ে গিয়ে পরকালিন হিসাব নিকাশ থেকে উদাসিন হয়ে যাওয়া, নিঃসন্দেহে অজ্ঞতাই। মনে রাখবেন! আমাদের মুক্তি এতেই যে, আমরা **রব্বে কায়েনাত জাল্লা জালালুহু** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আহকাম অনুযায়ী আমল করে নিজের জন্য নেকীর ভান্ডার জমা করা এবং গুনাহ করা থেকে বিরত থাকা। এই মহান উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জনের জন্য অন্তরে খোদাভীরুতা থাকা অবশ্যই বাঞ্চনীয়। কেননা যতক্ষন পর্যন্ত এই নেয়ামত অর্জন হবে না, ততক্ষন পর্যন্ত গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং নেকীর প্রতি ভালবাসা প্রায় অসম্ভব। আমাদের গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ অধিকহারে **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদত ও রিয়াযত করার পরও কিরূপ খোদাভীরুতার অধিকারী ছিলেন। আসুন! শ্রবণ করি:

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ সাদী শিরাযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: "মসজিদে হারামে কিছু লোক কাবাতুল্লাহ্ শরীফের নিকটে ইবাদতে লিপ্ত ছিলো, হঠাৎ তাঁরা এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলো যে, কাবার দেয়াল জড়িয়ে ধরে অঝোর নয়নে কাঁদছেন এবং তার মুখে এই দেয়া অব্যাহত ছিল: "**হে আল্লাহ্**! আমার আমল যদি তোমার দরবারের যোগ্য (কবুল) না হয়, তবে কিয়ামতের দিন আমাকে অন্ধ করে উঠাও।"

www.dawateislami.net

লোকেরা এ ধরণের আশ্চর্য দোয়া শুনে খুবই অবাক হলো এবং তারা দোয়া প্রার্থনাকারীর নিকট জিজ্ঞাসা করলো: হে শায়খ! আমরা তো কিয়ামতে নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা করি, অথচ আপনি অন্ধ হয়ে উঠার জন্য দোয়া করছেন, এর রহস্য কি? সেই লোকটি কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিলো: "আমার কথাটির উদ্দেশ্য হলো, আমার আমল যদি **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে কবুল হওয়ার যোগ্যতা না রাখে, তাহলে কিয়ামতের দিন অন্ধ হয়ে উঠতে চাই। যেন মানুষের সামনে আমাকে লজ্জা পেতে না হয়।" তারা এরূপ ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ উত্তর শুনে খুবই প্রভাবিত হলো। কিন্তু তারা কেউ তাঁকে চিনতো না। তাই জিজ্ঞাসা করলো: "হে শায়খ! আপনি কে?" তিনি উত্তর দিলেন: "আমি হলাম আব্দুল কাদের জিলানী।" **(খওফে খোদা, পৃষ্ঠা ১১৯, গুলিস্তানে সা'দী, ৪৫ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা যে, হুযুর গাউছে আযম দস্তগীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রিয় এবং নৈকট্যতম অলী হওয়ার পরও **আল্লাহ্ তাআলা**র গোপন ব্যবস্থাপণার প্রতি কিরূপ ভয় করতেন, যেখানে অলীদের সরদারের এই অবস্থা, তবে একটু ভেবে দেখুন যে, আমরা গুনাহগারদের **আল্লাহ্ তাআলা**কে কিরূপ ভয় করা উচিৎ, কেননা আমাদের দিন রাত তো গুনাহ এবং রব তাআলার নাফরমানিতেই অতিবাহিত হয়, মনে রাখবেন! খোদাভীরুতার অর্থ হলো যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র অমুখাপেক্ষিতা, তাঁর অসন্তুষ্টি, তাঁর পাকড়াও এবং তাঁর পক্ষ থেকে দেয়া শাস্তির কথা ভেবে মানুষের অন্তরে ভয় বিরাজ করা। **(ইহইয়াউল উলুম থেকে সংকলিত, কিতাব আল খওফ ওয়ার রিজা, খন্ড-৪)** এবার আমরা একটু আমাদের অবস্থার উপর দৃষ্টি দিই, **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয়ে কি আমাদেরও এই অবস্থা হয়? তাঁর অসন্তুষ্টিতে কি আমাদের ভয় করে? তাঁর পক্ষ থেকে দেয়া শাস্তির কথা ভেবে আমাদের অন্তরেও কি আতঙ্ক বিরাজ করে? যদি এমন না হয় তবে এর অর্থ হলো যে, **আল্লাহ্ তাআলা**কে যেরূপ ভয় করা উচিৎ আমরা সেরূপ ভয় করি না। সুতরাং **আল্লাহ্ তাআলা**র সত্যিকার ভয় অন্তরে সৃষ্টি করার জন্য দু'টি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শ্রবণ করি:

১. যে মুমিনের চোখ থেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয়ে অশ্রু নির্গত হয়, যদিওবা তা মাছির মাথার সমান হোক না কেন, অতঃপর সেই অশ্রু তার চেহারার প্রকাশ্য অংশ পর্যন্ত পৌঁছে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন।

(শুয়াবুল ঈমান, বাব ফির খওফে মিনাল্লাহে তাআলা, ১/৪৯০, হাদীস নং- ৮০২)

২. যখন মুমিনের অন্তর **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয়ে কেঁপে উঠে, তখন তার গুনাহগুলো এমনভাবে ঝরে যায়, যেমনিভাবে গাছ থেকে পাতা ঝরে যায়।

(শুয়াবুল ঈমান, বাব ফির খওফে মিনাল্লাহে তাআলা, ১/৪৯১, হাদীস নং- ৮০৩)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তাঁর সত্যিকার ভয় নসীব করুক এবং তাঁর সন্তুষ্টি মূলক কাজ করার সৌভাগ্য দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

তেরে ডর সে সদা থর থরাওঁ, খওফ সে তেরে আ'সোঁ বাহাওঁ।
কাইফ এ্যয়সা দে, এ্যসি আদা কি, মেরে মওলা তু খায়রাত দে দে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের একটি হচ্ছে "ক্যাসেট/VCD ইজতিমা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরে খোদাভীরুতার প্রদিপ জ্বালানোর এক উত্তম উপায় হলো; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ, কেননা **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয়ে ভীত নেক লোকের সংস্পর্শে বসাও অন্তরে খোদাভীতি জাগ্রত করা, সুন্নাতের অনুসারী হওয়া, গুনাহকে ঘৃণা করা এবং ঈমান হিফাযতের মানসিকতা তৈরীতে সাহায্যকারী হিসেবে প্রমানিত হয়। এমন সংস্পর্শ পাওয়ার জন্য আপনার শহরে প্রতি বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হওয়া সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করাকে অভ্যাসে পরিনত করুন, আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করুন, সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ এবং মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করুন আর যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে স্বঃতস্ফুর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের একটি কাজ হলো "ক্যাসেট/ VCD ইজতিমা"। যাতে অংশগ্রহণ করে অসংখ্য ইসলামী ভাই সম্মিলিত ভাবে সুন্নাতে ভরা বয়ান শ্রবণ করে ইলমে দ্বীনের ঝর্ণাধারায় উপকৃত হয়।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সম্মিলিত ভাবে ইলমে দ্বীন শেখার অনেক বরকত রয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে দু'টি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শ্রবণ করি:

১. যখন তোমরা জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে যাও, তখন তা থেকে কিছুনা কিছু খুঁজে নাও। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলো: জান্নাতের বাগান কি? ইরশাদ করলেন: যিকির এর আসর। (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৮৭তম অধ্যায়, ৫/৩০৪, নম্বর-৩৫২১)

২. যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে, তবে তা তার পূর্ববর্তী গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। (তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, বাব ফসলল তলবিল ইলম, ৪/২৯৫, হাদীস নং- ২৬৫৭)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **VCD** ইজতিমায় অংশগ্রহনের বদৌলতে অনেক লোকের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে **VCD** ইজতিমায় অংশগ্রহনের এক ঈমানোদ্দিপক মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম

পাঞ্জাব (পাকিস্তান) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হচ্ছে যে, আমি সমাজের বিগড়ে যাওয়া যুবক ছিলাম এবং দিন দিন গুনাহের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছিলাম। আমার সংশোধনের পর্ব এভাবে শুরু হলো যে, আমাদের এলাকায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারগণ **VCD** ইজতিমার আয়োজন করলো। আমিও সেই **VCD** ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলাম। যখন আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আর্ন্তজাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য দেখলাম তখন খুবই প্রভাবিত হলাম এবং যখন রমযানুল মুবারকের ২৭তম রাতে হওয়া আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ভাবাবেশপূর্ণ দোয়ার কিছু অংশ তখন আমার নিজের পূর্ববর্তী জীবনাচারের জন্য আতঙ্ক অনুভব হতে লাগলো, যতই বয়ান শুনছিলাম আমার অন্তরের দুনিয়া পরিবর্তন হতে লাগলো। অবশেষে আমি আমার সকল গুনাহ থেকে তাওবা করলাম এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।

আতায়ে হাবীবে খোদা মাদানী মাহোল হে ফয়যানে গাউছ ও রযা মাদানী মাহোল।
সালামত রাহে ইয়া খোদা মাদানী মাহোল বাঁচে নযরে বদ সে সদা মাদানী মাহোল।
সনওয়ার জায়েগী আখিরাত اِنْ شَآءَ الله, তুম আপনায়ে রাখো সদা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬,৬৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মাদানী তরবিয়্যত গাহ্ এর পরিচিতিঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কিভাবে বিগড়ে যাওয়া লোকদের সংশোধনের মাধ্যম হয়, সুতরাং আপনিও এই মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দ্বীন ও দুনিয়ার মঙ্গল অর্জিত হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার জন্য প্রায় ১০৩টি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"মাদানী তরবিয়্যত গাহ্"**। যাতে আশিকানে রাসূল বিভিন্ন দেশ, শহর এবং গ্রাম থেকে আগত ইসলামী ভাইদের মাদানী প্রশিক্ষন দিয়ে থাকে। অতঃপর এই ইসলামী ভাই ইলমে দ্বীন শিখে এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষন পেয়ে নিজের এলাকায় গিয়ে **"নেকীর দাওয়াত"** এর মাদানী ফুল ছড়াতে থাকে। সুতরাং আমাদেরও পর্যায়ক্রমে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী তরবিয়্যত গাহ্ সমূহে উপস্থিত হওয়া উচিৎ এবং যা শিখবে তা অন্যের নিকট পৌঁছানোরও সৌভাগ্য অর্জন করা উচিৎ। তাছাড়া যে ইসলামী ভাইয়েরা! একত্রে বেশি দিনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না, তাদেরও ইনফিরাদি কৌশিশ করে পর্যায়ক্রমে কিছু সময়ের জন্য হলেও মাদানী তরবিয়্যত গাহে পাঠাতে থাকুন, এর বরকতেও অনেক আশিকানে রাসূল **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে আমলীভাবে সম্পৃক্ত হয়ে মাদানী কাজের সাড়া জাগানোকারী হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ ওয়ালাদের শান এবং তাঁদের মর্যাদা নিঃসন্দেহে অনেক উচ্চ ও উন্নত হয়ে থাকে, এই ব্যক্তিরা দুনিয়াবী আরাম আয়েশ থেকে বিমূখ হয়ে **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদতে লিপ্ত থাকেন এবং তাঁদের জাহির ও বাতিন সর্বদা ইবাদত ও রিয়াযতের নূর দ্বারা আলোকিত থাকেন, গুনাহগার লোকেরা গুনাহের সুযোগ পেলে খুশি হয় কিন্তু এই নেককার ব্যক্তিরা ইবাদত ও রিয়াযতেই খুশি হয়, তাঁদের রাত আপন রবের দরবারে কান্নাকাটি, অশ্রু ঝরানো এবং

www.dawateislami.net

তাঁকে সন্তুষ্ট করতেই অতিবাহিত হয়। আসুন! ছরকারে বাগদাদ, হুযুরে গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর রাতে করা ইবাদত সমূহের একটি ঝলক দেখি যেন আমাদের মাঝেও ইবাদতের উৎসাহ আরো জাগ্রত হয়:

হযরত শায়খ আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আবিল ফাতাহ হারাভী رَحۡمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বর্ণনা হচ্ছে: আমি হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর খেদমতে কয়েক রাত অতিবাহিত করেছি, তাঁর অবস্থা এমন ছিলো যে, রাতের এক তৃতীয়াংশ নফল নামায আদায় করে কাটাতেন অতঃপর যিকির করতেন এরপর কিছু ওযীফা পাঠ করতেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি যে, কখনো তার শরীর দূর্বল হয়ে যেতো, কখনো সতেজ, কখনো আমার দৃষ্টির অদৃশ্য হয়ে যেতেন, আবার কিছুক্ষন পর ফিরে আসতেন এবং কোরআনে করীম তিলাওয়াত করতেন, এমনকি রাতের দ্বিতীয় প্রহর অতিবাহিত হয়ে যেতো, সিজদা অনেক দীর্ঘ করতেন, নিজের চেহারা জমিনের উপর রেখে সিজদা আদায় করতেন এবং মুরাকাবা ও মুশাহাদায় ফযরের সময় পর্যন্ত বসে থাকতেন। অতঃপর খুবই বিনম্র হয়ে দোয়া করতেন, সেই সময় তাঁকে এমন নূর ঢেকে নিতো যে, দৃষ্টির অদৃশ্য হয়ে যেতেন, এমনকি ফযরের নামাযের জন্য এর থেকে বের হতেন। (বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১৬৫, সীরাতে গাউছে আযম, পৃষ্ঠা ১৪১,১৪২)

سُبۡحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! দেখলেন আপনারা তো! আমাদের গাউছে পাক ইবাদত ও রিয়াযতের প্রতি কিরূপ আগ্রহী ছিলেন, কেমন উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো যে, তাঁর রাত আমাদের মতো উদাসিনদের ন্যায় ঘুমে অতিবাহিত হতো না বরং সারা রাত নফল ইবাদত, অধিকহারে যিকির ও অযিফা পাঠ, কোরআনে করীমের তিলাওয়াত এবং সিজদার স্বাদ নিতেই অতিবাহিত হয়ে যেতো আর এরই ধারাবাহিকতা ফযর পর্যন্ত চলতো, এমনকি ফযরের নামাযের সময়ই আপন ঘর হতে বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসতেন, তাঁর ইবাদতের উৎসাহ দ্বারা এমন মনে হতো যে, তাঁর পবিত্র সত্তা যেন ১৯ পারার সুরা ফুরকানের ৬৪ নং আয়াতের আমলী নমুনা ছিলো,

وَ الَّذِیۡنَ یَبِیۡتُوۡنَ لِرَبِّہِمۡ سُجَّدًا وَّ قِیَامًا ﴿۶۴﴾ (পারা ১৯, সূরা ফুরকান, আয়াত ৬৪)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: এবং ওই সব লোক, যারা রাত অতিবাহিত করে আপন রবের জন্য সিজদা ও ক্বিয়ামের মধ্যে।

www.dawateislami.net

হে আশিকানে গাউছে আযম! আমরাও আমাদের পরিসংখ্যান করি যে, আমরা গাউছে পাককে ভালবাসার দাবী তো করি, কিন্তু আফসোস! তাঁর কর্মপদ্ধতি এবং শিক্ষা অনুযায়ী নেক আমল করি না, ইবাদত করার বিষয়েও আমরা খুবই অলসতা ও উদাসিনতার স্বীকার, নফল ইবাদত করা এবং রাত জেগে রিয়াযত করাতো অনেক দূর, আবার এমন তো নয় যে, ফরয সমূহ আদায়ের ক্ষেত্রেও অলসতার লিপ্ত, যেন আমরা আমলীভাবে গাউছে পাকের শিক্ষাকে একেবারেই ভূলে আছি এবং আমাদের জীবন উদ্দেশ্যহীন ভাবে অতিবাহিত হচ্ছে।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উপর **আল্লাহ্ তাআলার** কোটি কোটি রহমত অবতীর্ণ হোক! যিনি উম্মতের দোদূল্যমান তরীকে তীরে ভিড়াতে, এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে মুসলমানদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পাকাপোক্ত গোলাম বানাতে, তাদের অন্তরে ইবাদতের উৎসাহ বাড়াতে এবং তাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শিক্ষার উপর আমল করার মাদানী মানসিকতা বানানোর জন্য প্রশ্নোত্তর সম্বলিত "মাদানী ইনআমাত" দান করেছেন, এই মাদানী ইনআমাতে সেই কার্যাবলীর উপরও আমল করার মানসিকতা প্রদান করা হয়েছে, যা হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইবাদত ও রিয়াযতের অংশ ছিলো। আসুন! কয়েকটি এমন মাদানী ইনআমাত সম্পর্কে শ্রবণ করি: যেমন; মাদানী ইনআমাত নম্বর ২ এ **"নামায আদায় সম্পর্কে"**, মাদানী ইনআমাত নম্বর ৫ এ **"অযিফা পাঠ সম্পর্কে"**, মাদানী ইনআমাত নম্বর ১৯ এ **"তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে"**, মাদানী ইনআমাত নম্বর ২০ এ **"কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে"**, মাদানী ইনআমাত নম্বর ৪৪ এ **"নামায ও দোয়ায় বিনয় ও নম্রতা প্রসঙ্গে"**, উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মোটকথা মাদানী ইনআমাত হচ্ছে; ইবাদত ও রিয়াযতের চেতনাকে জাগ্রত করার এক উত্তম এবং অসাধারণ উপায়। **আল্লাহ্ তাআলা** হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সদকায় আমাদেরও ইবাদতের আগ্রহ নসীব করুক এবং প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ফিকরে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করার এবং মাদানী মাসের প্রথম তারিখ নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর সৌভাগ্য দান করুক।

اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

“গাউছে পাক কে হা’লাত” কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অবস্থা, ঘটনাবলী এবং কারামত সমূহ আরো বিষদ ভাবে জানার জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“গাউছে পাক কে হা’লাত”** এর অধ্যয়ন খুবই উপকারী, এই কিতাবে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অনেক কারামত ছাড়াও তাঁর জীবনের বিভিন্ন অবস্থা, শৈশবের ঘটনাবলী, ইলম ও তাকওয়ার ঘটনাবলী, তাঁর শানে লিখিত মানকাবাত এবং আলিয়ায়ে কিরামদের তাঁর প্রতি ভক্তির প্রকাশ সম্পর্কে বাণীসমূহ ইত্যাদি খুবই উত্তমরূপে ক্রমবিন্যাস সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে, মাকতাবাতুল মদীনা হতে কিতাবটি মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিজেও অধ্যয়ন করুন আর অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও এর উৎসাহ প্রদান করুন। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড **(Download)** ও প্রিন্ট আউট **(Print Out)**ও করতে পারবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজকে আমরা হুযুর সায়্যিদুনা গাউছে আযম দস্তগীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র চরিত্র উত্তম সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম,

- ❖ আমাদের গাউছে আযম শুধুমাত্র ইবাদতের শক্তি অর্জনের জন্য খাবার খেতেন।
- ❖ আমাদের গাউছে পাক মুসলমান ভাইদের জন্য নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু ইসার কারী ছিলেন।
- ❖ আমাদের গাউছে পাক দুনিয়ার সম্পদ এবং দিনারের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন।
- ❖ আমাদের গাউছে পাক বিপদাপদে ধৈর্যশীল এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট ছিলেন।
- ❖ আমাদের গাউছে পাক গরীব, ফকির, মিসকিন এবং অভাবীদের সাহায্যকারী ছিলেন।
- ❖ আমাদের গাউছে পাক খুবই আগ্রহ সহকারে **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদত, কোরআনে করীমের তিলাওয়াত এবং সিজদার স্বাদ অর্জনকারী ছিলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “সুন্নাত ও আদব” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِیَه এর রিসালা “**১৬৩ মাদানী ফুল**” থেকে পোশাক পরিধানের কতিপয় মাদানী ফুল শ্রবণ করি।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: ✸ “জ্বীনের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলে তবে بِسۡمِ الله পাঠ করা।” (আল মুজামুল আওসাত, ২/৫৯, হাদীস নং- ২৫০৪) প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফ্তি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: যেরূপ দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টি আড়াল হয়, অনুরূপ এটাও **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকির জ্বীনদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হবে, যার কারণে জ্বিন সেটাকে (অর্থাৎ- লজ্জাস্থান) দেখতে পাবে না। (মিরাত, ১/২৬৮) ✸ যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও বিনয়বশতঃ উন্নত কাপড় পরিধান করা ছেড়ে দেয়, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে সম্মানের (কারামাতের) পোশাক পরিধান করাবেন।” (আবু দাউদ শরীফ, ৪/৩২৬, হাদীস নং- ৪৭৭৮) ✸ পোশাক পরিচ্ছদ যেন হালাল উপার্জনের হয়, আর যে পোশাক হারাম উপার্জনের হয়, তা দ্বারা ফরজ ও নফল কোন নামায কবুল হয় না। (কাশফুল ইলতিবাস ফি ইসতিহবাবিল লিবাস লিশ শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, ৩৬ পৃষ্ঠা) ✸ পোশাক পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে আরম্ব করবেন (কেননা, এটা সুন্নাত) যেমন: যখন জামা পরিধান করবেন তখন সর্বপ্রথম ডান আস্তিনে ডান হাত প্রবেশ করান অতঃপর বাম আস্তিনে বাম হাত প্রবেশ করান। (প্রাগুক্ত, ৪৩ পৃষ্ঠা) ✸ এভাবে পায়জামা পরিধান করার সময় ডান পা প্রবেশ করান, আর যখন (জামা বা পায়জামা) খুলবেন তবে এর বিপরীত করুন অর্থাৎ বাম দিক থেকে শুরু করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

আশিকানে রাসূল, আ'য়ে সুন্নাত কে ফুল,
দেনে লেনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ وَبَارِكۡ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الۡاُمِّیِّ الۡحَبِیۡبِ
الۡعَالِی الۡقَدۡرِ الۡعَظِیۡمِ الۡجَاہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحۡبِہٖ وَسَلِّمۡ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

www.dawateislami.net

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযূরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে

www.dawateislami.net

গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। " (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنۡزِلۡہُ الۡمَقۡعَدَ الۡمُقَرَّبَ عِنۡدَکَ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। "

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاھُوَ اَھۡلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। "

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰہِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net